দৈনিক
ইত্তেফাক

22 APR 2003

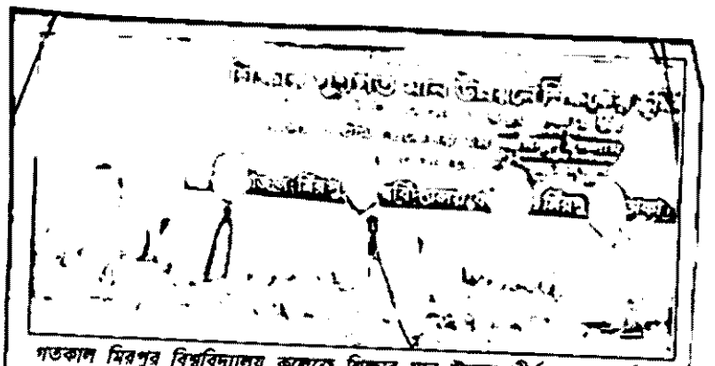

গতকাল মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে শিক্ষার মান উন্নয়ন শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় -ইত্তেফাক

'অনেককে সন্তুষ্ট রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে হয়'

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল সোমবার মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে 'শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা' শীর্ষক এক ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলা হয়, এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে একদিকে শিক্ষা অধিদপ্তর, বেনবেইস, অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এলাকার সংসদ সদস্য ও তার অনুগত ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। এই অবস্থিকর প্রতিক্রিয়ার কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা লেখাপড়ার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নজর দিতে ব্যর্থ হন। শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে যোগ্য ও নিষ্ঠাবান শিক্ষকের কোন বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম, প্রো-ভিসি প্রফেসর মোঃ খলিলুর রহমান সম্মানিত অতিথি, দৈনিক ইত্তেফাকের চীফ রিপোর্টার আকরাম হোসেন খান বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এছাড়াও অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ সকদর আলী, আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাখাওয়াৎ হোসেন প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন। মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকার ৫০টি বেসরকারী স্কুল ও কলেজের দেড় শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপে অংশ নেন।

প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার উন্নয়ন করতে হলে যোগ্য শিক্ষক খুবই জরুরী।

প্রফেসর মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আকরাম হোসেন খান বলেন, শিক্ষক সকল মানুষের কাছেই পূজনীয় ব্যক্তি। কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষার হলে অস্থিরতাসহ নানা কারণে শিক্ষকদের সম্মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে। প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম বলেন, দক্ষ শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, দেশের কোথাও কোথাও শিক্ষককে হয়রানি করা হচ্ছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে দলীয় প্রভাবমুক্ত পরিবেশ দরকার। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে রাজনৈতিক কারণে অহেতুক চাপের মধ্যে রেখে শিক্ষার উন্নয়ন আশা করা ঠিক হবে না।